১৮। সম্পত্তি অধিগ্রহণ
(অনুচ্ছেদ ৪২)

সুপারিশ ঃ

১৮। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২ এর সংশোধন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪২ এর দফা (২) ও (৩) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ দফা (২) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ—

"(২) এই অনুচ্ছেদের (১) দফার অধীন প্রণীত আইনে ক্ষতিপূরণসহ বাধ্যতামূলকভাবে গ্রহণ, রাষ্ট্রায়ত্তকরণ বা দখলের বিধান করা হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণ কিংবা ক্ষতিপূরণ নির্ণয় ও প্রদানের নীতি ও পদ্ধতি নির্দিষ্ট করা হইবে ; তবে অনুরূপ কোন আইনে ক্ষতিপূরণের বিধান অপর্যাপ্ত হইয়াছে বলিয়া সেই আইন সম্পর্কে কোন আদালতে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করা যাইবে না।"।

১৯। মৌলিক অধিকার বলবৎকরণে সুপ্রীমকোর্টের এখতিয়ার
(অনুচ্ছেদ ৪৪)

সুপারিশ ঃ

১৯। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ এর প্রতিস্থাপন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৪ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ অনুচ্ছেদ ৪৪ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"৪৪। **মৌলিক অধিকার বলবৎকরণ।**—(১) এই ভাগে প্রদত্ত অধিকারসমূহ বলবৎ করিবার জন্য এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের (১) দফা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগের নিকট মামলা রুজু করিবার অধিকারের নিশ্চয়তা দান করা হইল।

(২) এই সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদের অধীন হাইকোর্ট বিভাগের ক্ষমতার হানি না ঘটাইয়া সংসদ আইনের দ্বারা অন্য কোন আদালতকে তাহার এখ্‌তিয়ারের স্থানীয় সীমার মধ্যে ঐ সকল বা উহার যে কোন ক্ষমতা দান করিতে পারিবেন।"।

২০। মূল সংবিধানে কতিপয় আইনের হেফাজত সংক্রান্ত বিধান এবং যুদ্ধাপরাধী
(অনুচ্ছেদ ৪৭)

সুপারিশ ঃ

২০। **সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭ এর সংশোধন।**—সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৪৭ এর

(ক) দফা (২) এর শর্তাংশের পরিবর্তে নিম্নরূপ শর্তাংশ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা ঃ

"তবে শর্ত থাকে যে, এই অনুচ্ছেদের কোন কিছুই অনুরূপ কোন আইনকে সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিল করা হইতে নিবৃত্ত করিবে না।"।

(খ) দফা (৩) এর "সহায়ক বাহিনীর সদস্য" শব্দগুলির পর "বা অন্য কোন ব্যক্তি, ব্যক্তি সমষ্টি বা সংগঠন" শব্দগুলি ও কমা সন্নিবেশিত হইবে।